R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকের ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৩রা ডিসেম্বর ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

মহকুমায় বন্‌ধ ব্যর্থ ও সফল ঃ উভয় দলের দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ কয়েকটি ছোটখাট ঘটনা ছাড়া ২৭ নভেম্বর বাঙলা বন্‌ধ জঙ্গিপুর মহকুমায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বন্‌ধের সফলতা ও ব্যর্থতায় সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষ উভয় দলই রাজ্যের সব জায়গার মত এখানেও সরব হয়েছেন। জাতীয় নিরাপত্তা অরডিনানস বাতিলসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্যের বামফ্রন্ট কমিটি ওই দিন বাঙলা বন্‌ধ ডেকেছিলেন। সি পি আই দলও পৃথকভাবে বাঙলা বন্‌ধ এর ডাক দিয়েছিলেন। তবে আসামের 'বঙাল খেদা' আন্দোলনের প্রতিবাদে কয়েক মাস আগে যে বন্‌ধ পালিত হয়েছিল, এবারের বন্‌ধে কিন্তু সেরকম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ চোখে পড়েনি। কং (ই) দল এবারের বন্‌ধের বিরোধিতা করেন। এবং ওই দল দাবি করেন, বাঙলা বন্‌ধ ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে বামফ্রন্ট দাবি করেছে বন্‌ধ সফল হয়েছে। মহকুমার কয়েকটি এলাকা ঘুরে এসে আমাদের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন, বন্‌ধের দিন জিনিস-পত্র কেনাবেচা হতে দেখা গিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ বাজার থেকেও তরিতরকারি এবং মাছ বিক্রি হয়েছে। কিছু কিছু মুদি ও মিষ্টির দোকানেও বিক্রী হতে দেখা গেছে। কোন কোন জায়গায় স্কুল খোলা থাকলেও অধিকাংশ স্কুল, কলেজ এবং অফিস আদালত মহকুমার সর্বত্র বন্ধ ছিল। যানবাহন এবং ট্রেনও বন্ধ ছিল। ওই দিন সকালে ধুলিয়ানের কাছে বাসুদেবপুরে লাইন অবরোধ করে একটি ট্রেনকে থামিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডাকঘর খোলা ও বন্ধ করা নিয়ে ওই দিন জঙ্গিপুর ব্যারেজ, ম্যাকেঞ্জি পারক ও

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইঁদারা প্রকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩ ডিসেম্বর—আই আর ডি পি স্কীমে ফরাক্কা ব্লকের পাঁচটি গ্রামে ইঁদারা তৈরীর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বিডিও সুধীররঞ্জন মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ মান্নরুদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন বেওয়া, চাঁদোর, তিলডাঙ্গা, চিলামারি ও ওসমানপুর গ্রামে ইঁদারাগুলি তৈরী করা হবে। অবিলম্বে এ কাজে হাত দেওয়া হবে এবং প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে গ্রামগুলিতে পানীয় জলের অভাব দূর হবে।

প্রাঃ শিক্ষকদের ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ

সাগরদীঘি, ২ ডিসেম্বর—সাগরদীঘি চক্রের ভোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তামিজুদ্দিন সেখকে বহিষ্কারের চক্রান্ত চলছে বলে স্কুল বোরডকে লিখিত অভিযোগে জানানো হয়েছে। এই চক্রের আর একজন শিক্ষক নেজাম হোসেনকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইদানীং এই চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অন্যায় অত্যাচার ও জোর-জুলুমের শিকার হচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে। গ্রাম্য দলাদলি এর কারণ বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্কুল বোরড ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না দেখে সবাই অবাক হচ্ছেন।

বিদ্যালয় সংস্কারে সিটুর বদান্যতা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩ ডিসেম্বর—ফরাক্কা সি আই টি ইউ (সিটু) ফরাক্কা থানার অর্জ্জুনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য তিরিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন বলে জানা গেছে। বিদ্যালয়টির জীর্ণ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে সকলের জানা সত্ত্বেও স্কুল বোরড বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সংস্কারের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সংস্কারের পুরো টাকাটাই বিডিওর মাধ্যমে খরচ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জমির বিরোধ ঃ খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২৭ নভেম্বর বাঙলা বন্‌ধের দিন সুতি থানার ফতেপুর গ্রামে এক সংঘর্ষে সমিরুদ্দিন সেখ নামে একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বন্‌ধের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। জমি সংক্রান্ত বিরোধ এই হত্যাকাণ্ডের কারণ। সমিরুদ্দিন সেখ ওই দিন জমিতে কলাই কাটতে গেলে একদল সশস্ত্র লোক আক্রমণ করে। ফলে সমিরুদ্দিন সেখ নিহত ও আরো চারজন আহত হন। ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বরগা জোতদার বিরোধ ঃ চলতি ধান কাটার মরশুমে সাগরদীঘি থানার চণ্ডীগ্রাম, জিনদীঘিসহ কয়েকটি গ্রামে এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামে বর্গাদার ও জোতদার বিরোধ নিয়ে শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে এবং পুলিশী হস্তক্ষেপে শান্তি ফিরে এসেছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

পুলিশের ফ্যাসাদ

ধুলিয়ান, ৩ ডিসেম্বর—একলিমা খাতুনের আবেদনক্রমে জঙ্গিপুর আদালত থেকে তল্লাসি পরোয়ানা নিয়ে সামসেরগঞ্জ থানার এ এস আই পরিমল গাঙ্গুলী দু'জন কনসটেবলকে নিয়ে ওই থানার সিকদারপুর গ্রামের ফজলুল হকের হেফাজত থেকে একলিমা খাতুনের শিশুপুত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় ফ্যাসাদে পড়েন। একদল গ্রামবাসী তাঁদের ঘেরাও করে মারধোর করেন বলে প্রকাশ। খবর পেয়ে সি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশী আচরণে ক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর—আজ দুপুরে এই থানার বালিঘাটা পল্লীর নাগরিকরা তিনজন কনসটেবলের আচরণের প্রতিবাদে এস ডি পি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা একজন মহিলাকে খিদিরপুর থেকে ধরে নিয়ে আসার সময় বালিঘাটা পল্লীতে কৌতূহলী জনতার ভিড় দেখা দেয়। তখন কনসটেবলত্রয় উপস্থিত জনতার উপর এলোপাথারি রাইফেল ঝাঁকাতে থাকেন। এর ফলে কয়েকজন আহত হন। মেয়েদের সঙ্গেও অশালীন আচরণ করা হয়। এর প্রতিবাদে পল্লীর নাগরিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১ ডিসেম্বর—গত সোমবার সাগরদীঘি পুলিশ দস্তরহাট গ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসি চালিয়ে একটি পাইপগান, দুটি কারতুজ ও প্রায় এক হাজার টাকা মুল্যের এ্যালুমিনিয়ামের চোরাই বাসনপত্র উদ্ধার ও আটক করেছে। একই সঙ্গে চারজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল

পথের কাঁটা

পথের কাঁটা পথিকের শত্রু। কাজেই পথ চলিতে গেলে দেখিয়া যাইতে হয়। আবার বিশিষ্ট অর্থকভাবে 'পথের কাঁটা' প্রতিবান্ধক কিংবা শত্রু অর্থেও প্রযুক্ত হয়। আধুনিককালে মানুষই আজ মানুষের প.থর কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে আসিয়াছে যে, পথিকের সতর্ক হওয়ারও কোন উপায় থাকে না। স্কুলের ছাত্রী অপহৃতা হওয়ার যে খবর আমাদের পত্রিকায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অভিভাবক-দিগকে উদ্বিগ্ন করিবে। ঘটনাস্থল: বীরভূম জেলার মুরারই থানার জাজিগ্রাম ও পঞ্চহর গ্রাম দুইটির মধ্যবর্তী রাস্তা। জাজিগ্রাম ও পঞ্চহর কাছাকাছি গ্রাম। গত ২৬শে নভেম্বর পঞ্চহরের সুফিকা খাতুন জাজিগ্রাম স্কুলে পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। উক্ত দুই গ্রামের মধ্যবর্তী কোনও এক স্থানে একটি জীপগাড়ী হইতে দুইজন সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী নামিয়া পড়ে এবং বল-পূর্বক সুফিকা এবং তাহার সঙ্গিনী সুজলা সাহাকে গাড়ীতে তুলিতে যায়। সুজলা কোনও মতে নিজেকে তাহাদের কবলমুক্ত করিয়া দৌড়াইয়া পালায়। কিন্তু হতভাগিনী সুফিকা তাহাদের শিকার হইল। সংবাদ হইতে জানা যায় যে, উক্ত দুষ্কৃত-কারীদ্বয় সুফিকাকে লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার ৩৪নং জাতীয় সড়ক দিয়া যাইবার কালে অজগরপাড়া গ্রামে নামিয়া পড়ে। জীপচালক গাড়ী লইয়া সুতী থানায় আত্মসমর্পণ করেন।

সুফিকার ভাগ্যে কি ঘটিল তাহা এ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু যাহা উদ্বেগের কারণ, তাহা এই যে, অতঃপর মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠান নিরাপদ নয়। তাহা হইলে কি মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হইবে? প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে অপহরণ অথবা মেয়ে ছিনতাই হইয়া গেল, তাহা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিতান্ত্রিক—যে কোন তান্ত্রিক দেশের পক্ষেই লজ্জাজনক।

ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে মনে হয়, ওই দুষ্কৃতকারীরা এই ধরনের অপহরণের উদ্দেশ্যেই সেদিন জীপগাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। আর ইহার জন্য তাহাদের পূর্বপ্রস্তুতিও ছিল, হঠাৎ হয় নাই। সুতরাং উপযুক্তভাবে তদন্ত করিয়া এই দুষ্টচক্র হইতে মেয়েদের পথ চলার নিরাপত্তাবিধান আশু কর্তব্য। প্রতি গ্রামেই উচ্চ বিদ্যালয় নাই, তাহা হইবারও নয়। এমতাবস্থায় গ্রামঞ্চলের মেয়েরা কি করিয়া লেখাপড়া শিখিবে তাহা গ্রামবাংলার মানুষকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

খোলা-চোখে

অজিতেশ কৌশাম্বি

ঘাসের পাতায় শিশিরের জল-ভেজা শীত তার সবটুকু আমেজ নিয়ে হাজির হ'তে পারছে কই? শীত যদিও তেমন জমেনি,- বাজারের ক্রমবর্দ্ধমান উর্দ্ধগতি ধীরে ধীরে আমাদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতাকে ক্রমশঃ হিমাঙ্কের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই ছোট শহরে চালানি জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে অস্থিতিশীল—তার যোগানের ওঠা-নামায় দামও ওঠে নামে। কিন্তু যে জিনিসগুলি সম্পূর্ণই এখানকার অর্থাৎ স্থানীয় গ্রামগুলো থেকে আসে, এখানেই উৎপন্ন হয় সেটাও যেন আর যোগান-চাহিদার সূত্র মেনে চলে না। চালানি হ'য়ে চলে যায় শহরের বাবুদের কাছে। আম লিচুর সময় কোলকাতার বাবু এখান-কার দরে অথবা তার কমে এখানকার আম লিচু কিনে থাকেন। তেমনি মাছের ক্ষেত্রেও। এই তো কদিন আগে দাম এখানে বেশ কমেছিল। এখানকার চালানি ইলিশ কোল-কাতায় কত সস্তা! এমনকি অন্যান্য মাছও। ভাবুন তো কয়েক বছর আগের কথা। মাত্র পাঁচ-ছ টাকায় কত ভাল মাছ এখানে আমরা পেতাম। এখন মাছের যোগান কমিয়ে আনা হ'চ্ছে। এবং আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে চালানি হ'চ্ছে—এবং এখানের দামকেও এভাবেই কোলকাতার স্তরে বা তার চেয়ে বেশীতে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে।

দোষটা, আর পাঁচরকম জিনিসের মতোই অনেকে আড়তদারি ব্যবস্থার ওপরে চাপিয়ে দেবেন। কিন্তু দায়িত্বটা? স্থানীয়-ভাবে উৎপন্ন জিনিসের স্বাভাবিক যোগান ও ন্যায্য মূল্য চালু রাখার সরকারী নড়বড়ে আইনটার কথাও অনেকে তুলবেন। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে চালানি অব্যাহত রেখেও যখন মাছ ইত্যাদি জিনিসের দাম মাঝে মাঝে এক-একদিন বেশ কমে যায়, বরফের অভাবে কিছু চালান না করা মাছের অতিরিক্ত স্বাদ সেদিন পাওয়া যায়! এমনটা যদি রোজ হ'তো? কিন্তু সেখানে হাত বাড়িয়ে আছে কিছু অর্থগৃধ্নু। যেমন জনৈক ব্যবসায়ী সেদিন বললেন —"দামে তো আমরা কম দিতে পারি.....কিন্তু ওই যে বাবুরা..... বলেন আমাদেরটা বাদ দিয়ো না....." এ শহর পরিচালনা যাদের হাতে, বাজারের পরিচালনাও তাদেরই হাতে—সেই মিউনিসিপ্যালিটি অথবা স্থানীয় প্রশাসন—তাদের কোন প্রতিনিধি এ-সব খুচরো জিনিসগুলো দেখেও দেখছেন না—এটাই অধি-কাংশ ক্রেতার অভিমত। (চলবে)

উভয় দলের দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গোফুরপুর ডাকঘরে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। জঙ্গিপুর ব্যারেজ সাবপোষ্ট মাষ্টারের ছেলে প্রহৃত এবং রঘুনাথ-গঞ্জের ম্যাকেঞ্জি পারক ও গোফুরপুর ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাররা লাঞ্ছিত হন বলে জানা যায়। ফুলতলায় বন্ধ সমর্থক ও বন্ধ বিরোধীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফরাক্কায় একটি দোকান লুঠ হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

দায়ী কে?

আমি গত ১৭-১১-৮০ তারিখ সোমবার রেলওয়ে সারভিস কমিশন কলকাতা কর্তৃক প্রেরিত একখানা কল লেটার পাই। খুলে দেখি পরীক্ষার তারিখ ১৬-১১-৮০ তারিখ (রবিবার)। আমার রোল নাম্বার ১১১২৬৯ এবং পরীক্ষার সেন্টার সয়দাবাদ এম সি বিদ্যাপীঠ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। খামের ওপরে শীলমোহরে শুধু রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের এর ছাপ আছে আর তারিখ ১৭.১১.৮০ অর্থাৎ যে তারিখে আমি পেলাম। কিন্তু খামের উপরে আশ্চর্যের ব্যাপার কোথাও শীলমোহর কিংবা ডাক টিকিট নেই। অর্থাৎ চিঠিটা বেয়ারিং। সরকারি চাকরির ইনটারভিউ লেটার বেয়ারিং-এ এল। শুধু এ্যাডমিট কারড এর মধ্যে ইস্যু ডেট ৩০-১০-৮০। আমি গুরুত্বপুর্ণ পরীক্ষা হতে বঞ্চিত হলাম। আবার সরকারের বয়সের মাপকাঠি ছাব্বিশ। অর্থাৎ ঐ বয়স পেরুলেই আর জীবনে কোনো এই ধরনের পরীক্ষায় বসতে পারব না। একই-ভাবে ডাক ও তার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে আমি আর একটি ইনটারভিউ লেটার পাই পোষ্টের ৪৪ দিন পর। ততদিনে আমার নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রম করে গেছে। এভাবে আমি দুটো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। বেকারদের নিয়ে এইভাবে ডাক ও তার কর্মীদের গাফিলতির জানি না কবে শেষ হবে?

—সমর ঘোষ, গোপালনগর (রঘুনাথ-গঞ্জ)।

সুফিকাকে পাওয়া গেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: অপহৃতা স্কুল ছাত্রী সুফিকাকে পরদিন ফরাক্কা থানার বেনিয়াগ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২৬ নভেম্বর স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে সে অপহৃতা হয়। উদ্ধারের পর সুফিকা আমাদের সংবাদদাতাকে কিছু জানাতে রাজি হয়নি। কারো কাছেই সে মুখ খুলছে না।

ফরাক্কায় তথ্যমন্ত্রী

মুরশিদাবাদ—মালদা জেলার যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের একটি কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও জেলার মন্ত্রী আবদুল বারি কনভেনসনে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ নীতি, ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শহরতলি মালদার খেজুরিয়ায় তুলে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা ইত্যাদির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরীর চাকরি ও স্বজন পোষণ নীতির সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন ফরাক্কা বিধানসভার সদস্য আবুল হাসনাৎ খান।

বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর—৩০ নভেম্বর থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নতুন ডিউটি রসটার চালুর প্রতিবাদে দুটি ইউনিয়নের কর্মচারীরা বিনা নোটিশে রান্নাসহ হাসপাতালের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন। অথচ ভারপ্রাপ্ত এস ডি এম ও ডাঃ সুব্রত দত্ত বিভিন্ন কর্মচারী প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার পর নতুন ডিউটি রসটার চালু করা হয়েছিল বলে জানান। কিন্তু চালু করতেই দুটি ইউনিয়ন আপত্তি জানালে ডাঃ দত্ত ভারপ্রাপ্ত এস ডি এম ও হিসেবে নতুন রসটার বন্ধ রেখে পুরনো রসটার চালু রাখার নির্দেশ দেন। এর পরেও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করে হাসপাতালে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন এবং একজন কর্মচারী প্রতিনিধি ডাঃ দত্তকে মারধোরের হুমকি দেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ৩ ডিসেম্বর—বেলড়িয়া সবুজ সংঘ পরিচালিত কে কে দে এ্যাণ্ড বি দাসী মেমোরিয়াল শীল্ড টুর্নামেন্টের একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রমনা পল্লীমঙ্গল সমিতি বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন দেবাশিস্ বড়াল। মোট আটটি ক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

কাঁদিলপুর নজরুল সংঘ পরিচালিত ১৯৭৯ সালের অসমাপ্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে বালিয়া নেতাজী সংঘ ২—১ গোলে কাঁচিয়া যুব সংঘকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

রোড রেস ঃ বহরমপুর ভ্রাতৃ সংঘ পরিচালিত ১২ কিলোমিটার রোড রেস ১লা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। সময় সকাল ৬টা। এনট্রি ফি তিন টাকা। যোগদানের শেষ তারিখ ২৮।১২।৮০। বিশদ বিবরণের জন্য ভ্রাতৃসংঘে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ থানার বীরথম্বা গ্রামের পঞ্চানন রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বাড়ালা স্কুলে একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়।

বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

অরঙ্গাবাদ, ৩ ডিসেম্বর—৩০ নভেম্বর অরঙ্গাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সরোজাক্ষ ভট্টাচার্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। ওই দিন তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় গড়ার পেছনে সরোজবাবুর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বক্তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাধানাথ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিনতাইকারীদের স্বর্গরাজ্য

জঙ্গিপুর, ৩ ডিসেম্বর—সেকেন্দ্রা যাতায়াতের পথে খোট্টাপাড়ার মাঠে ছিনতাইকারীরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করেছে। সাধারণ পথচারী এমন কি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দু'জন ছাত্রী জ্যোৎস্না ব্যানার্জি ও সমিতা দাস সম্প্রতি এদের খপ্পরে পড়ে এবং কোনক্রমে বেঁচে যায়। পুলিশ সব জেনে-শুনেও ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
জাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সার ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ শিবির

২৬ নভেম্বর ভারত-জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে বহরমপুরে এগ্রিমেক হলে সার ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪৫ জন ব্যবসায়ী এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের জেলা কৃষিবিদ মনোজ সরকার সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক এম, সাহা শস্য সংরক্ষণে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কৃষি উপাদান ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতা, সুষ্ঠু সারের ব্যবহার, পটাশ সারের বণ্টন, নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার মুর্শিদাবাদ জেলায় সারের সরবরাহ অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন দীপক দাসগুপ্ত, সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ (প্রকল্প), বারীণ গাঙ্গুলী মহকুমা কৃষি অধিকারিক (সদর), অসীম সিনহা ফার্টিলাইজার প্রমোশন অফিসার (কৃষি বিভাগ), প্রভাতকুমার বসু এরিয়া এগ্রোনমিষ্ট এইচ এফ সি বহরমপুর ও ইণ্ডিয়ান পটাশের এস কে বসু উল্লেখযোগ্য।

১৬ই অগ্রহায়ণ—২৯শে অগ্রহায়ণ '৮৭

ধান ঃ এ পক্ষের মধ্যে বোরো ধানের বীজতলায় বীজ ফেলার কাজ শেষ করুন। যে সব এলাকায় বৈশাখের শেষ পর্যন্ত সেচ পাওয়া যাবে কেবল সেই সব এলাকায় বোরো চাষ নিশ্চিত। জল পাওয়ার সময়সীমা অনুযায়ী উপযুক্ত জাত নির্বাচন করতে গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

বীজতলায় বীজ ফেলার ৩ সপ্তাহ পরে প্রতি ১০ শতক বীজতলায় ১ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

চারার বয়স ৩০ দিন হলে টুংরো রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রতি ১০ শতক বীজতলায় ১ কেজি হারে কার্বোফুরান (ফুরাডান ৩ জি) দিন। বীজতলায় ঝলসা রোগ (ব্লাষ্ট) দেখা দিলে ৩০ মি, লি হিনোসান বা ৭৫ মি, লি কুমান, এল বা ৬০ গ্রাম জাইরাইড ৩০ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

গম ঃ এ পক্ষে গম বুনলে সোনালিকা অথবা জনিক জাতের গম বুনুন। বীজ সার ইত্যাদির পরিমাণ জানার জন্য কার্তিকের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। গম বোনার ২১ দিন পরে একরে ২০ কেজি (অন্ততঃ ১২ কেজি) হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিয়ে প্রথম বার সেচ দিন।

আলু ঃ বীজ বসানোর ৩—৪ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিন এবং ৬ সপ্তাহ পরে নিড়েন দিয়ে দ্বিতীয়বার ভাল করে ভেলী বেঁধে দিন! আলুর ক্ষেতে প্রথম বার মাটি ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর ১০ দিন অন্তর সেচ দিন। সেচের জল যেন ভেলীর তিন চতুর্থাংশের বেশী না ডোবায় সেদিকে নজর রাখুন।

সর্ষে ঃ জাব পোকা দমনের জন্য গত মাসের বিজ্ঞাপনে দেওয়া মাত্রা অনুযায়ী, ওষুধ ছড়ান।

অন্যান্য ফসল ঃ সারাপক্ষ ধরে নাবিজাতের ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং অন্যান্য শীতকালীন সবজীর চারা বা বীজ লাগাতে পারেন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

রবি মরশুমে ময়ূরাক্ষীর জল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে রবি মরশুমে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি মহকুমার ছটি ব্লকের ২৫ হাজার একর গমের জমিতে এবং ১৬ হাজার একর বোরো জমিতে সেচের জল দেওয়া হবে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার ৩টি ব্লকের ৫৫০০ একর গমের জমি ও ১৫০ একর বোরো জমিতে সেচের জল দেওয়া হবে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের দু'হাজার একর গম ও ৫০০ একর বোরো জমি, সুতি ১নং ব্লকের ১৫০০ একর গম ও ৫০০ একর বোরো জমি এবং সাগরদীঘি ব্লকের তিন হাজার একর গম ও ৫০০ একর বোরো জমি সেচের জল পাবে।

পুলিশের ফ্যাসাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আই পুলিশ জঙ্গিপুর অনিল চৌধুরী পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। এ ব্যাপারে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাদী একলিকা খাতুন বিবাদী ফজলুল হকের স্ত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

ডাকাতি : গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ থানার গনকর গ্রামে আনন্দ চ্যাটারজির বাড়ীতে একটি ডাকাতির ঘটনায় প্রায় ১৫ ভরি সোনার গহনা ও নগদ দুই হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতরা বাড়ীর লোকজনদের প্রহার করে এবং পালাবার সময় বোমা ফাটায়। বোমার আঘাতে মহিমুদ্দিন সেখ নামে একজন গ্রামবাসী আহত হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাহাজানি : রঘুনাথগঞ্জের দেউলি মাঠে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী লাঠির ভয় দেখিয়ে জোর করে ধানের পাঁজা লুঠ করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

শিক্ষক আবশ্যক

অস্থায়ী পদে একজন (তপশীল জাতি /উপজাতি) বি, এস-সি ট্রেণ্ড শিক্ষক প্রয়োজন। পত্রিকা প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

সম্পাদক,
আলিনস্কংপুর জুনিয়র হাই স্কুল
পো: নিমতিতা, মুরশিদাবাদ

কলেজে আসন সমস্যা

জঙ্গিপুর, ৩ ডিসেম্বর—চলতি শিক্ষাবর্ষে জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্রদের আসন সংস্থান নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলা বিভাগে দেড়শোর জায়গায় প্রায় সাড়ে তিনশো ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। শিক্ষানুরাগীদের মতে, প্রাতঃ বিভাগটি পুনরায় চালু করে এই সমস্যার সমাধান সহজেই করা যেতে পারে। প্রাতঃ বিভাগটি হালে বন্ধ রাখা হয়েছে।

সমবায় কর্মী দিবস

সাগরদীঘি মারকেটিং সোসাইটির অফিস ভবনে সম্প্রতি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে সমবায় কর্মী দিবস পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সমিতি সভাপতি নন্দগোপাল সিংহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় নিরীক্ষক স্বপনকুমার চেবে।

আমানত খুললে উপহার

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা সেভিংস ব্যাঙ্ক রেকারিং ডিপোজিট টারমস ডিপোজিট অথবা ক্যাশ সার্টিফিকেট যে কোন একটিতে টাকা জমা দিলে আমানতকারীদের উপহার দেওয়া হবে বলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সুধীরকুমার দাস জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপহার বিতরণ করবেন ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এরিয়া ম্যানেজার চুনী গোস্বামী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আমি মহম্মদ সাইফুদ্দিন পিতা মৃত হাজি এজারুদ্দিন সাং গাজীনগর থানা সমসেরগঞ্জ সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে আমার মাতা ধনি বেওয়ার বয়স ৯২ বৎসর। সে এখন পাগল। তাহার কোন হিতাহিত জ্ঞানবুদ্ধি নাই। তাহার কিছু সম্পত্তি ও বাড়ী আছে। আমার মায়ের ঐ অবস্থার সুযোগ লইয়া যদি কেহ তাহাকে দিয়া কোন দলিলাদি করিয়া লয়েন তাহা হইলে উহা অসিদ্ধ ও বেআইনী হইবে। আমি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দিলাম। ইতি—ইং ২৫-১১-৮০

নিবেদক—
মহম্মদ সাইফুদ্দিন

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।
এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।
শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিঠাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।